দু'টি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভাল হয়
পরিকল্পিত পরিবার
আধুনিক পরিবার

পরিক্রমা

পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ● ১৪২১
অক্টোবর-ডিসেম্বর ● ২০১৪

সিরাজগঞ্জে এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপিসহ অতিথিবৃন্দ

সিরাজগঞ্জে এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের উদ্যোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের উদ্যোগে গত ১৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে 'মানোন্নীত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নিরাপদ প্রসবসেবা নিশ্চিতকরণ' বিষয়ক এক অবহিতকরণ কর্মশালা সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের এমএনএইচ কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হাবিবে মিল্লাত, এমপি। সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার।

প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ নাসিম তাঁর বক্তৃতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এই সেবা কার্যক্রম সারা দেশে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং দুর্গম এলাকায় পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

ডাঃ তাপস রঞ্জন দাস, উপ-পরিচালক এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট, কর্মশালার উদ্দেশ্য এবং এ সংক্রান্ত সার্বিক কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, এ জেলার ৭১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ৩১টিতে নিয়মিতভাবে ২৪ ঘণ্টা নিরাপদ প্রসবসেবা চালু রয়েছে। তিনি আরও জানান, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তারাধীন প্রত্যেক উপজেলার ২টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সকল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে এই কার্যক্রম চালু হবে। এছাড়াও ডাঃ সঞ্জয় কুমার চন্দ এমএনএইচআই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তার উপস্থাপনায় বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডাঃ মোহাম্মদ শরীফ, সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জন, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক, সকল উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), মেডিক্যাল অফিসার (ক্লিনিক) প্রমুখ।

State of the World Population Report-2014-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপিকে বাংলাদেশস্থ ইউএনএফপিএ-র প্রতিনিধি মিস আর্জেন্টিনা ম্যাটাভেল পিকিন State of the World Population Report-2014-তে এর প্রকাশনা হস্তান্তর করছেন

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) উদ্যোগে গত ১৮ নভেম্বর ২০১৪ ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সাথে একযোগে State of the World population Report-২০১৪ প্রকাশিত হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশস্থ ইউএনএফপিএ-র প্রতিনিধি মিস আর্জেন্টিনা ম্যাটাভেল পিকিন ও পপুলেশন কাউন্সিলের দেশীয় পরিচালক জনাব ওবায়দুর রব উপস্থিত ছিলেন।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুকদার, আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. মোঃ নাসির উদ্দিন ও সিসিএসডিপি ইউনিটের পরিচালক ডাঃ মোঃ মঈনুদ্দীন আহমেদও উপস্থিত ছিলেন।

State of the World Population Report-2014-তে এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল '১৮০ কোটির শক্তি : কিশোর-কিশোরী, যুব সম্পদ ও ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন'। State of the World Population Report-2014-তে উল্লেখ করা হয়, বর্তমান বিশ্বে

তরুণদের সংখ্যা প্রায় ১৮০ কোটি, তাই তারাই শক্তি। তরুণরাই আমাদের এই বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে ও নেতৃত্ব দেবে। তাদের সহজাত অধিকার ও মানবাধিকার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশেরও বেশি ১০-২৪ বয়সের মধ্যে। কিন্তু প্রক্ষেপণ বলছে, ২০৫০ সালের দিকে মাত্র (১০-১৯)% শতাংশ তরুণ আমাদের জনসংখ্যায় থাকবে। এর অর্থ দাঁড়ায়, বাংলাদেশের এই তরুণ সম্প্রদায়কে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে জনমিতিক সুবিধা নেওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা দ্রুত বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যুর হার নামিয়ে আনতে পারি। বর্তমানে বাংলাদেশে কিশোরীদের মধ্যে উচ্চহারের মাতৃত্ব (প্রতি হাজারে ১১৮) আমরা দ্রুত বিপরীতমুখী করে মাতৃমৃত্যুকে তলানিতে নিয়ে আসতে পারি।

২০১৫ সালে ১০ বছরের একজন মানুষ ২০৩০ সালে ৩০ বছরের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষে রূপান্তরিত হবে। ২০৩০ সাল হলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বছর। জনমিতিক সুবিধা নিয়ে দেশকে যুব সম্পদের মেধা ও যোগ্যতা ব্যবহার করার সর্বোৎকৃষ্ট সময় এটি। State of the World Population Report-২০১৪-তে উন্মোচিত তারুণ্যের শক্তি ব্যবহারের বিষয়টির সাথে বাংলাদেশের জনমিতিক অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে অন্যান্য দুই অতিথিসহ প্রধান অতিথি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম

জনাব সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

জনাব সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম গত ১০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বর্তমান পদে যোগদানের আগে তিনি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্স বিষয়ে বিকম (সম্মান) এবং আইবিএ হতে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি নেদারল্যান্ডসের ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ থেকে 'ডেভেলপমেন্ট প্লানিং টেকনিকস' বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন।

জনাব সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম প্রশাসন ক্যাডারের '৮২ নিয়মিত ব্যাচের একজন কর্মকর্তা হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ে বাজেট অফিসার হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারি (বাণিজ্য) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি ঢাকা ওয়াসায় ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুগ্ম সচিব এবং অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অর্থ বিভাগে ৬ বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি উপসচিব হিসেবে ইআরডি, যুগ্ম সচিব হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অতিরিক্ত সচিব হিসেবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন সময়ে তিনি মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, চীন, জাপান, ইউএই, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, ইটালি, সুইডেন, নরওয়েসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা ও সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জনক।

নব যোগদানকৃত সচিব মহোদয়ের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় অতিথিবৃন্দ

নব যোগদানকৃত সচিব মহোদয়ের সাথে অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নব যোগদানকৃত সচিব জনাব সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলামকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে ওই মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে গত ১৯ নভেম্বর ২০১৪ বিকেল ৫টায় এক অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদারের নেতৃত্বে উক্ত অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রশাসন ইউনিটের পরিচালক জনাব মোঃ জামাল হোসাইন, আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. মো: নাসির উদ্দিন, পরিকল্পনা ইউনিটের পরিচালক ডা: মো: ফজলুল হক, এমআইএস ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: জহির উদ্দিন বাবর, অর্থ ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: কফিল উদ্দিন, নিরীক্ষা ইউনিটের পরিচালক জনাব জালাল উদ্দিন আহমদ হোসাইন, সিসিএসডিপি ইউনিটের পরিচালক ডা: মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ, এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালকের প্রতিনিধি ডা: তাপস রঞ্জন দাস (উপপরিচালক) এবং প্রশাসন ইউনিটের সহকারী পরিচালক (মনিটরিং) জনাব মতিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। জনাব মতিউর রহমান পওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। সভায় সচিব মহোদয় বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন।

৮ থেকে ১৩ নভেম্বর দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা ও প্রচার সপ্তাহ ২০১৪ উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং-এ অতিথিবৃন্দ

সেবা ও প্রচার সপ্তাহ ২০১৪ উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত

দেশব্যাপী ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা ও প্রচার সপ্তাহ ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষে এক প্রেস ব্রিফিং গত ৬ নভেম্বর ২০১৪ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার। সভাপতিত্ব করেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. মো: নাসির উদ্দিন।

প্রধান অতিথি জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মা ও শিশুস্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব ও জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে বিগত ৬ দশক ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা, ২০১৬ সালের মধ্যে এইচপিএনএসডিপি-এর লক্ষ্যমাত্রা এবং রূপকল্প ২০২০-২১ পূরণের লক্ষ্যে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিসিএসডিপির পরিচালক ডা: মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ, এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফ, ঢাকা বিভাগের পরিচালক মো: দেলোয়ার হোসেন, উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: মমতাজ উদ্দিন, এমআইএস ইউনিটের পরিচালক জনাব মো: জহির উদ্দিন বাবর, নিরিক্ষা ইউনিটের পরিচালক জনাব জালাল উদ্দিন আহমাদ হোসাইন, পরিকল্পনা ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ ফজলুল হক, আইইএম ইউনিটের উপপরিচালক (পিএম) জাকিয়া আখতার, উপপরিচালক (এমপি) সতী রানী দে, বিভিন্ন ইউনিটের প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রেস ব্রিফিং শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মো: নূর হোসেন তালুকদার ও বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালকগণ।

দেশব্যাপী সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন

গত ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর ২০১৪ দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে। এবারের সেবা ও প্রচার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়– 'আইন মেনে বিয়ে, পদ্ধতি জেনে সংসার, বিশের পরে সন্তান, তারুণ্যের তিন অঙ্গীকার'।

বাংলাদেশের কিশোরী ও নারীদের অনিরাপদ প্রসব ও গর্ভপাত রোধে পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ সৃষ্টি, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ (শিশুমৃত্যু হ্রাসকরণ), ৫ (মাতৃমৃত্যু হ্রাসকরণ), ৫বি (প্রজনন স্বাস্থ্য) ও ৬ (এইচআইভি প্রতিরোধ) অর্জনে গতিশীলতা আনয়ন, সেবা গ্রহণে আগ্রহী এবং নতুন নতুন তথ্য ও সেবা সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ করার লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউএনএফপিএ'র আর্থিক সহায়তায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিট প্রতি বছর দু'বার দেশব্যাপী সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন করে থাকে।

এরই অংশ হিসেবে এ বছরের দ্বিতীয় পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর ২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সকল সেবা কেন্দ্রে উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আইইএম ইউনিট বাল্যবিবাহ, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা প্রসব সেবা বিষয়ক বার্তা জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করে। প্রচারণার অংশ হিসেবে পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিট মনিটরিং ও তথ্য সংগ্রহ সেল খুলে প্রতিদিনের সেবা বিষয়ক পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সিসিএসডিপি ইউনিট ইমপ্রেস্ট ফান্ডের বরাদ্দ, লজিস্টিক ইউনিট এমএসআর সরবরাহ নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় পণ্যাগার, আঞ্চলিক পণ্যাগার ও জেলা সংরক্ষিত পণ্যাগারগুলো সেবা ও প্রচার সংক্রান্ত চাহিদা অনুযায়ী জিনিসপত্র সরবরাহ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সর্বোপরি সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন মনিটরিংয়ের কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করেন।

সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

মিরপুরে দ্বিতীয় সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দেশব্যাপী দ্বিতীয় পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশুস্বাস্থ্য সেবা ও প্রচার সপ্তাহ ০৮-১৩ নভেম্বর ২০১৪ উদযাপনের অংশ হিসেবে গত ৯ নভেম্বর ঢাকা জেলার মিরপুর থানা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার।

আরো উপস্থিত ছিলেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. মো: নাসির উদ্দিন, পরিবার পরিকল্পনা ঢাকা বিভাগের পরিচালক জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, ঢাকা জেলার উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বেগম মীর্জা কামরুন নাহার ও মিরপুর থানার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

মহাপরিচালক মহোদয় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পরিবার ছোট রাখা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিষয়ক এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. মো: নাসির উদ্দিন। সর্বশেষে সেবা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নির্মিতব্য নাটিকা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সিলেটে সিসিএসডিপি ইউনিট আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার

সিলেটে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন কিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (সিসিএসডিপি)-এর উদ্যোগে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনারের হল রুমে গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে Strenthening LAPM services delivery and ensuring 24/7 hours normal delivery at UH & FWC বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার। সভাপতিত্ব করেন সিলেট বিভাগের কমিশনার জনাব মো: সাজ্জাদুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: কুতুব উদ্দীন, পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, সিলেট বিভাগ; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফ ও সিসিএসডিপি ইউনিটের পরিচালক ডা: মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ।

আরো উপস্থিত ছিলেন ডা: ওমর গুল আজাদ, আঞ্চলিক সুপারভাইজার, এফপিসিএসপি-কিউএটি, সিলেট; সিসিএসডিপি ইউনিটের উপপরিচালক (সিএস) এবং পিএম (এসডি) ডা: মো: মাহমুদুর রহমান ও সহকারী পরিচালক (কো:অ্যা:) এবং ডিপিএম ডা: মো: রফিকুল ইসলাম তালুকদার প্রমুখ।

অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফপিসিএসটি-কিউএটি সিলেট অঞ্চলের সকল উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) এবং উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণ।

প্রধান অতিথি জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার মহোদয় স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এবং এইচএন্ডএফডব্লিউসিতে ২৪ ঘন্টা নরমাল ডেলিভারি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

Strenthening LAPM services delivery and ensuring বিষয়ে উপস্থাপন করেন ডা: মো: মাহমুদুর রহমান এবং ensuring 24/7 hours normal delivery at UH & FWC বিষয়ে উপস্থাপন করেন ডা: মো: রফিকুল ইসলাম। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে গত ২০ নভেম্বর ২০১৪ সকাল ১০টায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার সভাপতিত্ব করেন।

সভার শুরুতে পরিকল্পনা ইউনিটের পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর (পিএমএন্ডই-এফপি) ডা: মোহাম্মদ ফজলুল হক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং সভার উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এরপর পরিকল্পনা ইউনিটের সহকারী প্রধান ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মো: হুমায়ুন কবির এইচপিএনএসডিপির (২০১১-২০১৬) আওতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার্বিক চিত্র পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

উক্ত সভায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের বিপরীতে ৫৭১.৭৩ কোটি টাকার বাজেট রয়েছে। তার মধ্যে অক্টোবর-২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত ১০৩.৫৭ কোটি টাকা ছাড়া হয়েছে, যা এডিপির বিপরীতে ১৮.১২%। অক্টোবর-২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত ৫৭.০৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা এডিপির বিপরীতে ৯.৯৯% এবং অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ৫৫.১২%।

পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত সভায় অতিথিবৃন্দ

অক্টোবর-২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত অপারেশনাল প্ল্যানভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ– এমসিআরএইচ ৪.৭২%, সিসিএসডি ২৮.২৩%, এফপিএফএসডি ১.৬৯%, পিএমই-এফপি ১৭.৮৪%, এমআইএস ১.২৬%, আইইসি ৭.১৩%, পিএসএসএম-এফপি ২৮.৬২%।

মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বর্তমান ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অগ্রগতি ১০০% করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে লাইন ডাইক্টেরগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং লাইন ডাইক্টের ও কর্মকর্তাগণকে মতামত প্রদান করতে আহ্বান জানান।

লাইন ডাইরেক্টর (আইইসি) ড. মো: নাসির উদ্দিন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আইইসি ওপির দুইটি জীপ গাড়ি প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক সরবরাহের জন্য অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সিসিএসডিপি ইউনিটের লাইন ডাইরেক্টর ডা: মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বর্তমানে হাওর ও দুর্গম এলাকার তালিকায় অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এ তালিকা সংশোধনপূর্বক নতুন তালিকা করা প্রয়োজন। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের হাওর ও দুর্গম এলাকা চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এমআইএস ইউনিটের লাইন ডাইরেক্টর জনাব মো: জহির উদ্দিন বাবর তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ডাটা সেন্টার স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং যথাসময়ে ডাটা সেন্টার স্থাপনের বিল পরিশোধ করতে হবে।

সভায় আরো উল্লেখ করা হয়, মন্ত্রণালয়ে পিআইপি ও ওপি সংশোধনের কাজ চলছে। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি ওপির জন্য একজন ফোকাল পয়েন্টের নাম প্রেরণ করতে হবে।

পরিকল্পনা ইউনিট থেকে তুলে ধরা হয়, ক্রয় কাজের জন্য এ বছর এডিপিতে ৪৩৫ কোটি টাকার বাজেট থাকলেও এখন পর্যন্ত ৩৫৫ কোটি টাকার ক্রয় কাজের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সিসিএসডি ওপির লাইন ডাইরেক্টর তাঁর ওপির এডিপির বিপরীতে কম ক্রয় কাজের বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, ইমপ্ল্যান্ট (১ রড) ৫০ হাজার ক্রয়ের জন্য বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন পাওয়া গেছে, বাকি আরো ৩ লাখ ৫০ হাজার ক্রয়ের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয় এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও বিশ্বব্যাংকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার নির্দেশনা দেন।

পরিশেষে মহাপরিচালক মহোদয় সকলকে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্দেশ প্রদান ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সিসিএসডিপি ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

সিসিএসডিপি ইউনিটের উদ্যোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (সিসিএসডিপি)-এর ১০টি অঞ্চলের FPCST-QAT আঞ্চলিক সুপারভাইজারদের কার্যক্রম পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ৩০ নভেম্বর ২০১৪ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

ডা: মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ, লাইন ডাইরেক্টর (সিসিএসডিপি)-এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: জামাল হোসাইন, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পরিচালক (প্রশাসন) অতিরিক্ত দায়িত্বে, ডা: মোহাম্মদ শরীফ, পরিচালক (এমসিএইচ-সার্ভিসেস) এবং লাইন ডাইরেক্টর (এমসিআরএএইচ), জনাব মো: কফিল উদ্দিন, পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর (এফএসডিপি), Dr. Loshan Moonesingh, Family Planning Specialist, UNFPA। কর্মশালায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অন্যান্য ইউনিটের পরিচালকবৃন্দ, ৭টি বিভাগের বিভাগীয় পরিচালকবৃন্দ, ১০টি অঞ্চলের FPCST-QAT আঞ্চলিক সুপারভাইজার, সিসিএসডিপি ইউনিটের প্রোগ্রাম ম্যানেজারদ্বয় এবং সহকারী পরিচালক ও ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজারগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডা: নূরুন নাহার বেগম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (কিউএ), সিসিএসডিপি ইউনিট। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডা: মো: মাহমুদুর রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (সার্ভিসেস ডেলিভারি), সিসিএসডিপি ইউনিট। উক্ত কর্মশালায় FPCST-QAT-এর আঞ্চলিক সুপারভাইজারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কর্মপরিধি সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে Presentation উপস্থাপন করেন ডা: জেবুন্নেসা হোসেন, সহকারী পরিচালক (কিউএ) ও ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিসিএসডিপি ইউনিট। উক্ত কর্মশালায় ১০টি অঞ্চলের FPCST-QAT আঞ্চলিক সুপারভাইজারগণ তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের সমস্যা এবং সমাধানের ব্যাপারেও আলোচনা করেন।

ঠাকুরগাঁওয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁও জেলায় চেতনা বিকাশ কেন্দ্রে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি: সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে দুই দিনব্যাপী (২১-২২ ডিসেম্বর) 'রেজাল্ট বেইজ ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ঠাকুরগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার।

কর্মশালা উদ্বোধন করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব এস এম জাহেদুল করিম, পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রংপুর বিভাগ; জনাব মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও এবং ডা: আবু মো: খয়রুল কবির, সভাপতি, বিএমএ, ঠাকুরগাঁও। কর্মশালায় ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার।

টাঙ্গাইলে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার সকল মাঠকর্মী ও ক্লিনিক কর্মীদের নিয়ে গত ৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, টাঙ্গাইল জনাব মো: লুৎফুল কিবরিয়া, ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইশরাত সাদমীন, কালিহাতী পৌরসভার মেয়র জনাব আনছার আলী বি কম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মজিদ (তোতা) এবং উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) মোছা: মনোয়ারা বেগম। এছাড়া গোপালপুর, ভুয়াপুর, মধুপুর, ঘাটাইল উপজেলার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) গণ উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্যক্রম শেষে মহাপরিচালক মহোদয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থিত উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

সিলেটে এমআইএস ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

এমআইএস ইউনিটের উদ্যোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সিলেটের বিভাগীয় পরিচালকের সম্মেলন কক্ষে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিটের উদ্যোগে গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে 'Services Statistic (SS) Logistics Monitoring Information System (LMIS), PMIS, Long Acting Permanent Method User Traking and Bottom up Projection-এর উপর One line softwere-এ নিভুল তথ্য স্পষ্টীকরণ ও স্বচ্ছ ধারণাসহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ সঠিকভাবে প্রণয়নের নিমিত্তে সিলেট বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সাজ্জাদুল হাসান, কমিশনার, সিলেট বিভাগ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার।

অনুষ্ঠান স্থল থেকে মহাপরিচালক মহোদয়, কুলাউড়া উপজেলার একজন গর্ভবতী মায়ের সাথে মোবাইলে তার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেন এবং পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীর কাছ থেকে কেমন সেবা পান তা জানতে চান। এছাড়াও মহাপরিচালক মহোদয়, নিম্নঅগ্রগতি সম্পন্ন উপজেলায় মনিটরিং ও তদারকি জোরদার করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: জহির উদ্দিন বাবর, পরিচালক (এমআইএস); জনাব কুতুব উদ্দিন, পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, সিলেট বিভাগ; ডা: মোহাম্মাদ শরীফ, পরিচালক (এমসিএইচ সার্ভিসেস)। পরিচালক (এমআইএস) মহোদয়, এমআইএস ইউনিটের বিভিন্ন Software সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব সফিউল হক, সহকারী পরিচালক, এমআইএস ইউনিট; সিলেট জেলার উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জনাব এ কে এম আব্দুস সোবহান, জনাব গোলাম ফারুক ডিপিএম, (এমআইএস ইউনিট) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

শ্রীনগরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গত ১৫ নভেম্বর পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার।

মহাপরিচালক মহোদয় শ্রীনগরের পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মীদের সাথে আলোচনা করেন এবং সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি মাঠকর্মীদের কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং মানোন্নীত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে চালু হওয়া ২৪/৭ ডেলিভারি সেবার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক জনাব গাজী মীর মো: মোস্তফা কামাল, সহকারী পরিচালক (সিসি) ডা: মো: আব্দুল হক, সহকারী ভূমি কমিশনার জনাব রবীন্দ্রনাথ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: সাইদুজ্জামান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কাজী মমতাজ বেগম প্রমুখ।

নড়াইলে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

নড়াইলে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নড়াইলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গত ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে 'ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকরণ' বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নড়াইল-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শেখ হাফিজুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: নূর হোসেন তালুকদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নড়াইলের জেলা প্রশাসক জনাব মো: আব্দুল গাফ্ফার খাঁন, খুলনা বিভাগের পরিচালক জনাব মো: রবিউল হক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিটের পরিচালক ডা: মোহাম্মদ শরীফ, নড়াইল জেলার উপপরিচালক জনাব এস এম জাফরী প্রমুখ।

১৮০ কোটির শক্তি : কিশোর-কিশোরী, যুব সম্পদ ও ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন

বর্তমান বিশ্বে তরুণদের সংখ্যা প্রায় ১৮০ কোটি; তাই তারাই শক্তি। তরুণরাই আমাদের এই বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে ও নেতৃত্ব দেবে। এ জন্য তাদের সহজাত অধিকার ও মানবাধিকার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্বে তরুণদের নিয়ে সম্ভাবনার কথা বলা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাদের গুরুত্ব দেয়া হয় না। এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্যথায় এই প্রবণতা যুবসমাজকে বিপদগ্রস্ত করবে, সার্বিক সমাজ ও অর্থনীতিকে বাধাগ্রস্ত করবে। বর্তমানে যুবশক্তির এই বিশাল সংখ্যাকে বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে এদের ভুলভাবে তুলে ধরা হয়; বলা হয় সীমিত সম্পদের অপচয় হিসেবে। তবে প্রকৃত অবস্থা হলো যে তরুণরাই মানব কল্যাণের ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাব্য শক্তি।

তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ

মানব জাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক এই যুবশক্তি আমাদের সার্বজনীন ভবিষ্যতের প্রতিটি ক্ষেত্রকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করবে; তারা আমাদের আরো উন্নত এক বিশ্ব উপহার দিতে পারে। যুবশক্তির জন্য শিক্ষা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে পারলে তা সমাজে দারুণ এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একই সাথে এই সক্ষমতা তাদের জন্য সম্মানজনক ও নিরাপদ উপার্জনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। সকল সম্ভাব্য অবস্থায় আগামীতে তরুণদের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত। যে সকল দেশ এই সময়ের তরুণদের চাহিদা মেটাচ্ছে সেই দেশগুলো এই শতকের মাঝামাঝি আরো শিক্ষিত ও উৎপাদনশীল জনশক্তি নিশ্চিত করবে; নিশ্চিত হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জনশক্তি। একই সাথে জনসংখ্যা কমে আসবে এবং তা অর্থনৈতিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

আর যে সকল দেশ তরুণদের চাহিদার প্রতি নজর দেবে না, সে সকল দেশে স্বাভাবিকভাবেই জনসংখার বিস্ফোরণ ঘটবে। এর সাথে বাড়বে তরুণ এবং নির্ভরশীল মানুষের সংখাও। ফলে অত্যধিক চাপে নুব্জ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়তে থাকবে। স্বল্প-দক্ষ জনশক্তি অর্থনীতিকে নিম্ন মূল্য সেবার মধ্যে আটকে রাখবে, প্রবৃদ্ধিকে শ্লথ করে দেবে। লিঙ্গ বৈষম্য নারী ও সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত কিশোরীদের জন্য সমস্যা আরো প্রকট হবে।

বর্তমানে অনেক সরকারই যথোপযুক্ত নীতি গ্রহণ করে যুবশক্তির ওপর নজর দিচ্ছে। এরপরও তরুণরা সঠিক বিচারে এখনো বিভিন্ন অধিকারে অনেক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে তাদের নিরাপদ সাবালকত্ব লাভের মাধ্যমে জনশক্তিতে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ১ কোটি তরুণ এখনো স্কুলে যায় না। আবার গেলেও ন্যূনতম শিক্ষাও তাদের জন্য নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে চাকরির সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়, যদিও কাজ করে তা-ও খুব নিম্ন মানের। তাই বিশ্বে যুবকদের বেকারত্ব বাড়ছে। উন্নয়নশীল অঞ্চলে শতকরা ৬০ ভাগ পর্যন্ত যুবক কর্মহীন অথবা স্কুলবিমুখ। তাদের অবলম্বন হলো অনিয়মিত কাজ বা চাকরি।

৫০ কোটিরও বেশি যুবক-যুবতী দিনে দুই ডলারের কম আয় নিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই এই স্তর থেকে আর কখনোই বেরিয়ে আসতে পারছে না। ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল ব্যবধান দরিদ্র দেশগুলোর যুবক-যুবতীদের আধুনিকভাবে সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক দেশগুলোতে কাজ করার জন্য অপরিহার্য প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখছে। এর ফলে সর্বোত্তম উপায়ে তাদের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছে। যেমন দারিদ্র্যের উচ্চ ঝুঁকি সত্ত্বেও প্রতি তিনটির মধ্যে দুইটি দেশে তাদেরকে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়। লাখ লাখ মানুষের কাছে মানবাধিকার সুরক্ষার পরিপূর্ণ প্রয়োগ যেন অসম্ভব এক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন অনেকের কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ১৮ বছরের নিচে প্রায় ৩৯ হাজার বালিকা প্রতিদিন বধূ সেজে সংসার করতে যাচ্ছে।

তথ্য ও সেবার মাঝে বিদ্যমান বিশাল ব্যবধান যুবক-যুবতীদের সম্ভাবনা কাজে লাগানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে নব যৌবনপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীরা জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, এইচআইভি পরীক্ষা, পরামর্শ ও সেবা পাচ্ছে খুবই কম।

লৈঙ্গিক কারণে যুব মহিলারা শিক্ষা, চাকরি এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সম-অধিকার পাচ্ছেন না। এই বৈষম্য তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বালকদের ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধারণা তাদেরকে ধ্বংসাত্মক আচরণের দিকে ঠেলে দিতে পারে। সাধারণভাবে সামাজিক চাপ, যেমন সদ্যবিবাহ দম্পতিদের দেরিতে সন্তান নিতে উদ্বুদ্ধ করা একটি বিরাট বাধা।

অধিকাংশ দেশেই আইন, নীতিমালা এবং বিধি-নিষেধের সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিশ্রুত ওয়াদাগুলোকে এখনো সমন্বয় করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশেরও বেশি ১০-২৪ বয়সের মধ্যে। কিন্তু প্রক্ষেপণ বলছে, ২০৫০ সালের দিকে মাত্র (১০-১৯)% জনগোষ্ঠী তরুণ-তরুণী থাকবে। এর অর্থ দাঁড়ায়, বাংলাদেশের এই তরুণ সম্প্রদায়কে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে জনমিতিক সুবিধা (Demographic Dividend) নেওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা দ্রুত বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যুর হার নামিয়ে আনতে পারি। বর্তমানে বাংলাদেশে কিশোরীদের মধ্যে উচ্চহারের মাতৃত্ব (প্রতি হাজারে ১১৮) আমরা দ্রুত বিপরীতমুখী করে মাতৃমৃত্যুকে তলানিতে নিয়ে আসতে পারি।

বিভিন্ন সমীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যেসব কিশোর-কিশোরীর মধ্যে কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সম্বন্ধে ভালো ধারণা রয়েছে তাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতাও বেশি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আমাদের দেশে কিশোরী বিয়ের উচ্চহারের কারণে কিশোরীদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির বিষয়টি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের রিপোর্টে প্রকাশিত বিশ্ববাস্তবতার সাথে বাংলাদেশের তরুণ-যুবকদের পরিস্থিতির সাদৃশ্য রয়েছে। গুণগত শিক্ষা, চাকরির সুবিধা এবং যৌন-প্রজননকালীন স্বাস্থ্য সুবিধার দিকে বেশি মনোযোগের মাধ্যমে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে শুধুমাত্র সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করে এদের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা জনমিতিক সুবিধা ভোগ করতে পারি।

[জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত State of the world Population Report-2014 -এর আলোকে লিখিত।]

মোহাম্মদ বাদশা হোসেন
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
আইইএম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

E-mail : hossainbadsha@gmail.com

বরগুনা সদরের গৌরিচন্না ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নারী ও প্রসূতিদের অবিরাম সেবা দিয়ে রেহানা ও মমতাজ নাম দুইটি এলাকার লোকজনের কাছে প্রসূতি সেবায় আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ছবিতে ওই দুই কর্মীকে কেন্দ্রে সেবা নিতে নিয়ে আসা নারীদের পরামর্শ দিতে দেখা যাচ্ছে।

প্রসূতি সেবায় রেহানা ও মমতাজ আস্থার প্রতীক

তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। গত ৩০ অক্টোবর ২০১৪ বরগুনা সদরের গৌরিচন্না ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের জরাজীর্ণ বারান্দায় অনেক নারী সেবার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রসূতিও রয়েছেন। পাশেই একটি কক্ষে দেখা গেল দুইজন পরিবার কল্যাণ কর্মী তিন-চারজন নারীর সাথে কথা বলছেন। বোঝা গেল কর্মীরা নারীদের কাছ থেকে তাদের নানা সমস্যার কথা জেনে নিচ্ছেন।

নারী কর্মীদের একজনের নাম রেহানা বেগম (৪৫), অপরজন মমতাজ বেগম (৫০)। তারা দুইজনই পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা। ওই স্বাস্থ্য ও পরিবার কলাণ কেন্দ্রে অপেক্ষমাণ নারীদের মধ্যে একজনের কাছে সেখানকার সেবার মান কেমন তা জানতে চাইলে আগ বাড়িয়ে অপর এক নারী বলেন, 'এই দুই আফার হাতযশ আছে। মনে অয় হ্যাগো হাতে জাদু আছে।'

তাদের দুইজনের প্রচেষ্টা ও পরিচর্যায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কলাণ কেন্দ্রে গত এক বছরে ২৪৪ জন প্রসূতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান প্রসব করেছেন। আর এরই স্বীকৃতি হিসেবে এই কেন্দ্রটি স্বাভাবিক সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে সারা দেশে দ্বিতীয় এবং বরিশাল বিভাগে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। শুধু তা-ই নয়, মা ও শিশুসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বরগুনা সদর ও জেলা পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে প্রথম পুরস্কার পাচ্ছেন তারা। এছাড়া মমতাজ বেগম এই কার্যক্রমের সফলতার জন্য জাতীয় পর্যায়ে তিনবার পুরস্কৃত হয়েছেন।

কয়েকজন প্রসূতি জানান, দিন রাত ২৪ ঘণ্টা প্রসূতি সেবার জন্য উন্মুক্ত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যখনই প্রয়োজন পড়ে, তখনই জরুরি প্রসূতিসেবা দিতে ছুটে আসেন এই দুই নারীকর্মী। শুধু তা-ই নয়, তারা নিজেদের বেতনের টাকায় গরিব পরিবারের প্রসূতিদের জন্য অস্ত্রোপচার ও অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ার খরচও দেন। কোনো প্রসূতির সন্তান প্রসবে জটিলতা দেখা দিলে তারাই বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

রেহানা বেগম বলেন, চাকরিই বড় কথা নয়, বড় হলো একজন মানুষ কতটা দায়িত্বশীল, সেটা। সারা দিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে যদি কোনো রোগীর জটিলতার কথা শুনি, তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারি না। ক্লান্তিও আর ঘরে আটকে রাখতে পারে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছুটে আসি। পরিশ্রমের পর যখন ফুটফুটে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সব ক্লান্তি মুছে যায়।

মমতাজ বেগম বলেন, চাকরির সময় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত হলেও জীবন কোনো সময়সীমার মধ্যে আটকে থাকে না। একজন প্রসূতি কখন প্রসব বেদনায় কাতর হবেন, তার ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। তাই পুরো সময়টা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন কেবল গৌরিচন্না ইউনিয়ন নয়, পাশের বদরখালী, ফুলঝুরি ইউনিয়নের প্রসূতিরাও ছুটে আসেন।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিবরণী ঘেঁটে দেখা যায়, গত সেপ্টেম্বর মাসে এই কেন্দ্রে সেবা নিয়েছেন এক হাজার ৩৭ জন। এর মধ্যে ২৭২ জন প্রসূতির সেবা দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ২২ জন স্বাভাবিক প্রসব করেছেন। ৪৩ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রসব-উত্তর সেবা নিয়েছে ১১ জন। এর মধ্যে ৮৩ জন কিশোরীকে সেবা দেয়া হয়েছে।

গৌরিচন্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম বলেন, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ধারাবাহিক সফলতার পেছনে দুই পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা রয়েছে। সে জন্য এ বছর ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এক লাখ টাকা ব্যয় করে একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যান তৈরি করা হয়েছে, যাতে দরিদ্র প্রসূতিদের দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে আসা যায়।

শোক সংবাদ

মো: ওলিউর রহমান

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: ওলিউর রহমান গত ২২ নভেম্বর ২০১৪ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করছি।

ফখরুননেছা খানম

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার সহকারী পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (এমসিএইচ-এফপি) ফখরুননেছা খানম গত ১৫ জুলাই ২০১৩ উপজেলা পরিষদের সরকারি বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি স্বামী, দুই ছেলে ও অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করছি।

মো: আব্দুর রাজ্জাক

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নাটোর জেলার সদর উপজেলাধীন ১ নং ছাতনী ইউনিয়নের সাবেক পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাক ৮ অক্টোবর ২০১৪ হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর ৮ মাস ৫ দিন। তার মৃত্যুতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করছি।

আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কাওরান বাজার, ঢাকা থেকে সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বা.প.ক.ম./জানুয়ারি ২০১৫/পপঅ/আইইএম প্রেস/নি-১২৭০০, MOHFW/January 2015/DFP/IEM Press/N-12700